R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
৪ঠা অক্টোবর, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

মিঠিপুরে সভা ডেকে গিয়াসউদ্দিন বোঝালেন তিনি ছাড়া দলের সবাই চোর, মৃগাঙ্ক বললেন ব্যক্তি কুৎসার রাজনীতি করি না

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুরে এক সভা ডেকে সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত জেলা কমিটির সদস্য মহঃ গিয়াসউদ্দিন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সেক্রেটারী মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে গিয়ে কার্যতঃ তিনি ছাড়া জেলার সর্বস্তরের নেতাদের চোর, দুর্নীতিবাজ বলে মন্তব্য করলেন। গিয়াস বলেন, মিঠিপুরে পঞ্চায়েতের ১৭ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন ছাড়া বহু কর্মী দল ছেড়েছেন। তিনি বক্তব্যে বোঝাতে চান শুধু মৃগাঙ্ক নয়, জেলার অরুণ ভট্টাচার্য্য, নির্মল মুখার্জী, মধু বাগ, তুষার দে, মোজাফ্ফর হোসেন, সচ্চিদানন্দ কান্ডারী, মহকুমায় প্রাণবন্ধু মাল, উদয় ঘোষ—সবাই কেউ চোর, কেউ চোরের সাকরেদ। দল ভাইরাস আক্রান্ত ; দলে আজ 'মার্কসবাদ লেনিনবাদ ভোগবাদের মতবাদ' হয়েছে। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে স্বৈরতন্ত্রী, আমলাতন্ত্রে বিশ্বাসী, সীমাহীন ঔদ্ধত্যপূর্ণ (শেষ পৃষ্ঠায়)

জাতীয় সড়কে বাস দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু ৩৭ জন জখম, চিকিৎসা নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা নাগাদ ৩৪নং জাতীয় সড়কে আহিরণের কাছে ফরাক্কা—বহরমপুর রুটের বহরমপুরগামী 'লাকি ট্রাভেলস্' যাত্রীবাহী বাসটি (No. WGQ 868) দুর্ঘটনায় পড়ে। জানা যায় একটি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে তিন পাল্টি খেয়ে বাসটি উল্টে যায়। ঘটনাস্থলে পাঁচজন মারা যান। এরা হলেন মজিবুর রহমান (৩২), মজিবুর আলি (৩০), নিয়তি হালদার (২৮), অজিত দাস (৫০) এবং একজনকে সনাক্ত করা যায়নি। জনাদশেক যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দিলেও সাংঘাতিক জখম অবস্থায় ৩৭ জনকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমাদের প্রতিনিধি পরদিন হাসপাতালে গিয়ে দেখেন আহতদের কারো হাত কারো পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। (৩য় পৃষ্ঠায়)

গ্যাস সিলিণ্ডারের কালোবাজারী রুখলেন কনট্রোলার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জে ইনডেন গ্যাস সার্ভিসের কালোবাজারী রুখলেন সাবডিভিসনাল কন্ট্রোলার ভীম হালদার। সংবাদে প্রকাশ, গত ৩০ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর গ্যাস সার্ভিসের মালিক অম্বিকা সিনহা পুরোনো স্টকের গ্যাস সিলিন্ডার কম্পুটার মেমোর পুরোনো দাম হাতে কেটে অতিরিক্ত ৪০'০০ টাকা বেশী দামে গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করতে শুরু করেন। নতুন সাকুলার না আসা সত্ত্বেও গ্যাস ডিলারের এই কারচুপি স্থানীয় মানুষ মহকুমা শাসকের নজরে আনলে মহকুমা শাসকের নির্দেশে সাবডিভিশনাল কন্ট্রোলার গ্যাসের দোকানে হানা দিয়ে পুরোনো স্টকের ৫৯৮টি সিলিন্ডার পুরোনো দামে বিক্রি করতে বাধ্য করে ডিলারকে এই বেআইনী কাজের জন্য সতর্ক করে দেন। কন্ট্রোলার বলেন এর পূর্বেও ঐ ডিলার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কথা প্রচার (৩য় পৃষ্ঠায়)

বন্যাতে সুতী-১ ছাড়াও মহকুমার সাগরদীঘি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাম্প্রতিক বন্যাতে জঙ্গিপুর মহকুমার সুতী-১ ব্লকে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি সর্বাধিক হলেও সাগরদীঘি ব্লকের ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর হয়েছে। সাগরদীঘির ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৮টি পঞ্চায়েতের ৭৩টি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত হয়ে সমস্ত মাটির বাড়ী ভেঙ্গে গেছে। বাকী তিনটি অঞ্চলে প্রচুর মাটির (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ানে আবার ভাঙন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার ১নং ওয়ার্ডের কাজিপাড়ায় গত ৩০ সেপ্টেম্বর পুনরায় পদ্মা ভাঙন শুরু হয়। এই দিন ৪৫টি বাড়ী পদ্মা গর্ভে চলে যায়। ঐ দিন সকাল থেকেই ওখানে ভাঙন শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে ঐ এলাকার আরো ৫০টি পরিবার জিনিসপত্র ও ঘরের টিন খুঁটি নিয়ে অন্যত্র সরে যান। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জেলা ঘুরে গেলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল

নিজস্ব প্রতিবেদক : গত ২৯ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিয়ে হেলিকপ্টারে জেলা পরিদর্শন করে গেলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল। ঐ দিন বহরমপুরে সার্কিট হাউসে প্রশাসনের সঙ্গে পর্যবেক্ষক দলের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিয়ে আলোচনা হয়। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক অমরনাথ মল্লিক জানান, জেলা থেকে আমাদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব চাওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বন্যাকে 'জাতীয় বিপর্যয়' (শেষ পৃষ্ঠায়)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)
দাম : প্রতি খণ্ড ৭০'০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০'০০ (ডাক খরচ পৃথক)
প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ দেবী মহা-লয়া ॥

বহুব্রীহি সমাসের আলোকে মহা (বিপুল/বিশাল) লয় সাধন করেন যিনি, তিনি মহা-লয়া (স্ত্রীলিঙ্গে)। অবশ্য এই সমাসবদ্ধ পদ কেবল এই বৎসরই দেবী দুর্গাকে দ্যোতিত করিতে হইতেছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি বিপুল ধ্বংসসাধনকারিণী নহেন। পিতৃপক্ষের অবসানে এবার মহালয়ার আবির্ভাব 'মহালয়া' অর্থাৎ বিধ্বংসিনীরূপের প্রেক্ষাপটে। তাই মহাপূজা মহাদুর্গতির মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হইতে চলিয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখ হইতে যে অতিবর্ষণ ও বিশাল বন্যা, তাহা স্মরণ-কালের মধ্যে হয় নাই। মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্গতি মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলা, বিশেষ করিয়া পাঁচটি জেলার অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হইয়াছিল। ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ; ফসলের জমিতে আজ পলিকর্দম ছাড়া কিছু নাই। বন্যা-পীড়িতেরা বহু স্থানে ত্রাণসামগ্রী পায় নাই ; উদ্ধারকার্য আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় যথেষ্ট ব্যাহত হইয়াছিল। বন্যার অনুষঙ্গী বিবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা এখনও সর্বত্র স্বাভাবিক হয় নাই। কী অসহায় অবস্থায় বন্যাক্লিষ্ট মানুষকে দিন কাটাইতে হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না।

জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে বন্যায় চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়। মহকুমা সদর হাসপাতালের কাজকর্ম অচল হইয়া পড়ে। চিকিৎসকগণ পথের ধারেই রোগীদের দেখাশুনা করিয়াছেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রমুখ নানা প্রতিষ্ঠান ও মানবদরদী জনগণ উদ্ধার ও সেবাকার্যে দিনের পর দিন পরিশ্রম করিয়াছেন। বাহির হইতে ত্রাণ সমগ্রী প্রেরণ সম্ভব না হওয়ায় মানুষের কষ্টের সীমা ছিল না। এখনও দুর্গতি অব্যাহত।

বন্যার জল এখন প্রায়ই নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে সব বাসগৃহ ধ্বংস হইয়াছে, তাহা পুনরায় বাসযোগ্য করিয়া তোলা যেমন সময় সাপেক্ষ, তেমনই অর্থানুকূল্যের দাবী রাখে। সে অর্থ কে জোগাইবে? হতভাগ্যদিগকে কীভাবে পুনর্বাসিত করা হইবে; তাহা এক জলন্ত প্রশ্ন।

[১৩৪৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৩৮ এর ভাদ্র আশ্বিন বা আগষ্ট সেপ্টেম্বরে এক বিধ্বংসী বন্যায় জঙ্গিপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলসহ রঘুনাথগঞ্জ শহরের অধিকাংশ স্থান প্লাবিত হয়। শোনা যায়, সেইবারই রঘুনাথগঞ্জ শহরের মূল রাস্তা এবং পণ্ডিত প্রেস মোড়ে নৌকা চলেছিল। তারপর এই ১৪০৭ এ অর্থাৎ ২০০০ এ পুজোর আগেই ভয়াবহ বন্যা মহকুমা সদর শহরের অধিকাংশ স্থানকে প্লাবিত করে ১৩৪৫ এর স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল। ১৩৪৫ এর জঙ্গিপুর সংবাদের পাতায় বন্যা নিয়ে দাদাঠাকুরের ২টি রচনা পুনঃ প্রকাশের উদ্দেশ্য সে সময় আর এ সময়ের একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা। বর্তমানে নেতা ও ব্যবসাদারদের মানসিকতাও মনে হয় সেই ১৩৪৫ এর পর থেকে একই রয়ে গেছে।

—সম্পাদক]

আগমনী

কি খেতে আর আস্‌বি মাগো,
এবার ধরায় আসিস্ না।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে
মা হ'য়ে আর মারিস্ না॥
ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে
রেখেছিলি কাবু করে,
সাবু খেয়ে ত ছিলাম ভাল,
ইচ্ছে হ'লেই খেতাম ভাত।
তাও মা আজ ঘুচিয়ে দিলি,
করলি বানে কুপোকাত॥

[জঙ্গিপুর সংবাদ/১৩৪৫/২৫শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা]

বাতের মালিক আর ভাতের মালিক

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে বাড়ী নাই, ঘর নাই, খাবার নাই। ঐ সব অঞ্চলের লোকজন যারা "পেটে খিদে মুখে লাজ" এই দোটানায় পড়ে এখনও ইজ্জতের ভয় করছে, ১০ টাকার জিনিষ ২ টাকায় বাঁধা দিয়ে কিম্বা বিক্রী ক'রে ছেলেপিলের মুখে এক মুষ্ঠি দিচ্ছে যারা এই দুর্দিনে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এই তিনই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তারা অন্যের দ্বারস্থ হ'য়ে যাচঞাকেই একমাত্র দিনপাতের পন্থারূপে গ্রহণ করেছে। যে যাকে মুরুব্বি ব'লে জানে তার কাছে গিয়ে দুঃখ দৈন্যের কথা জানিয়ে কি করবে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করছে। মুরুব্বিমশায়রা আবার দুরকমের। এক দল নিজের ক্ষমতা গোপন না রেখে "আমি কি করতে পারি," এই সরল সাফ জবাব দিচ্ছে ; আর একদল নিজেদের কিস্মত ও হিম্মত প্রকাশ্যে না জানতে দিয়ে কেউ লাট সাহেবকে জানিয়েছি, কেউ মন্ত্রীকে জানিয়েছি, কেউ ম্যাজিষ্ট্রেটকে টেলিগ্রাম করেছি বলে নিজেদের সর্বশক্তিমত্তার একটুও খাটো না হ'তে দিয়ে ফাঁকা স্তোক বাক্যে এই সব অর্দ্ধমৃত সর্বহারাদের নেতৃত্বের দাবি এখন ত্যাগ করতে রাজি না হ'য়ে কথার জোচ্চোরি ও দোকানদারী দ্বারা টালবাহানা করে কেবল দিনের পর দিন মানুষকে আশার ফাঁকা আশা দিয়ে মুরুব্বিয়ানার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে।

বিপন্নের দলের দাবি এদের কাছে এইটুকু —যখন যা বলেছেন তাই তারা করেছে, যাকে ভোট দিতে বলেছে তাকেই দিয়েছে। আবার যখন যা বল্‌বে তাই করবে, যাকে ভোট দিতে বল্‌বে তাকেই দিবে।

হায়রে! এই যে কথার সওদাগরেরা মানুষকে কথার ফাঁকা চটকে ভুলিয়ে রাখে তারা ভেল্কীওয়ালা চেয়েও সেয়ানা। এদের মূল মন্ত্রই হচ্ছে—

নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারি না,
বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না।

একটা গল্প আছে—এক সময়ে এক ধনীর বাড়ীতে এক বাইজীর নাচ হচ্ছিল। বাইজী একটী দুটি ক'রে ১৪টি গান গাইলে। গানগুলি বড়লোকটীর খুব ভাল লাগায়, প্রত্যেক গানের শেষে ১০০০৲ হাজার রূপেয়া বকশিস্ হুকুম করেন। পরদিন প্রাতে বাইজী যখন হুজুরের কাছে ১৪০০০৲ চৌদ্দ হাজার টাকার দাবি জানালো, তখন হুজুর ও বাইজীতে নীচের লিখিত কথোপকথন হ'য়েছিল।

হুজুর—ক্যা বাইজী ক্যা বাস্তে?

বাইজী—চৌদেঠো গাওনাকে বাস্তে চৌদে হাজার বখশিস্ কে লিয়ে আয়ী থী।

হু—গাওনা কৌন্ চিজ বাইজী?

বা—মু কা বাৎ—সুর সে তাল সে বোলনা।

হু—হাম, তোমারা মু কা বাৎ সে খুসী হুয়ে থেঁ। যব এক এক গাওনাকা বাস্তে হাজার হাজার রূপেয়া বক্‌শিস্ শুনায়া তব তুমহারী দিল খুস নাহি হুয়া। (৩য় পৃষ্ঠায়)

এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়া মহালয়া হইতে দেবীপক্ষের সূচনা হইয়াছে। বাঙ্গালীর এই শ্রেষ্ঠ উৎসব—শারদীয়া দুর্গাপূজায় মানুষ কী আনন্দ করিবে? সারা বৎসরের জীবনযাপনের গ্লানিকে পূজার ৪/৫ দিন মনে স্থান দেওয়া হয় না; আনন্দময়ী সকলের কাছে আনন্দের বার্তা লইয়া আসেন। যে মহালয়া বৃষ্টি-বন্যা আনিয়া দিল, তাহার জন্য এই বৎসর অনেক স্থানে দুর্গাপূজা—বিশেষতঃ বারোয়ারী দুর্গাপূজা বন্ধ হইয়া যাইবে। এক নিরানন্দ-ময়তার মধ্য দিয়া এই শারদোৎসব অতিবাহিত হইবে। আমরা বন্যাপীড়িত সকলকে আমাদের অন্তরের সহানুভূতি জানাইতেছি। দেবী 'ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা' হইয়া সকলের নিকট প্রপন্নার্তিহরা পরিত্রাণপরায়ণা হউন। 'প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বম্'।

খড়খড়ি নিয়ে চিন্তাভাবনার আশ্বাস দিলেন মহকুমা শাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এবার বন্যায় জঙ্গিপুর পুরসভার রঘুনাথগঞ্জ পাড়ে জল ঢোকার জন্য শহরবাসীরা খড়খড়ির নাব্যতা হারানোকে দায়ী করেন। এছাড়া গুজিরপুর বাঁধে কোন স্থায়ী বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মহকুমা শাসক অমরনাথ মল্লিকও স্বীকার করেন, স্থানীয় মানুষ এ ব্যাপারে খড়খড়িকেই দায়ী করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে বলেন—'আমি মহকুমায় নতুন এসেছি। বন্যার দুর্যোগ কেটে গেলে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে তদন্ত করবো। শ্রীমল্লিক বলেন, শুনলাম নদীর গতি আটকে অনেকে ইটভাটা, মাছ চাষ, সবজি চাষ, রাস্তা তৈরী করেছে সে ব্যাপারেও খোঁজ নেব। শুধু খড়খড়িই নয়, পুর এলাকায় যত্রতত্র ঘরবাড়ী, দোকান, নয়ানজুলির উপর নির্মাণ করে, লকগেটগুলো নষ্ট করে ড্রেনেজ সিষ্টেমকে অকেজো করে দিয়েছে। যার ফলে শহরের জমা জলও আটকে যাচ্ছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে নদীর ড্রেজিং না হওয়ায় পলি জমে নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। তবে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বন্যার জন্য খড়খড়িকে দায়ী করতে নারাজ। তাঁর মতে, বিহারের পাহাড়ী নদীর প্রচুর জল শহরে ঢুকেছে। অতি বৃষ্টিতে গঙ্গা ছাপিয়ে গেছে। খড়খড়ি পরিষ্কার থাকলেও খড়খড়ি দিয়ে জল প্রবাহিত হয়ে বালিয়ার কাছে পড়ে আবার শহরেই ফিরে আসতো। না হলে বহরমপুর, কাটোয়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ,—এই সব পুর এলাকা ডুবলো কেন? অতি বৃষ্টি হলেই শহরে বন্যা হবেই। তাহলে সরকারও কি প্রতি বছর বাজেটে বন্যা খাতে টাকা রাখবে আর ক্ষতি পূরণ দিয়েই যাবে? এর উত্তরে পুরপতি বলেন, আপাতত অবস্থা তাই। মৃগাঙ্কবাবুর কাছে প্রশ্ন রাখা হয় শহরের নীচু এলাকায় বা গঙ্গার ধারে পুরসভা বেআইনীভাবে বাড়ী তৈরীর কি করে অনুমতি দেয়? তিনি বলেন, শহরে লোক সংখ্যার তুলনায় উঁচু জমি কমে গেছে। গ্রাম থেকে মানুষ শহরে এসে বিপদের কথা জেনেও নীচু এলাকায় বা গঙ্গার ধারে বাড়ী করছে। তাই অনুমতি দেওয়া বেআইনী হলেও পুরসভা বাধ্য হয়েই তা দিচ্ছে।

পরলোকগমন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জের স্বর্ণ ব্যবসায়ী উমাশংকর বড়াল (মঙ্গল) কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০।

তৃণমূল কংগ্রেসের ডেপুটেশন

জঙ্গিপুর ঃ গত ২৮ সেপ্টেম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের ১৪ জন নেতা ও সমর্থকদের স্বাক্ষরযুক্ত ১৩ দফা দাবী সম্বলিত একটি ডেপুটেশন রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিডিওকে দেওয়া হয়। সম্প্রতি বন্যায় উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলায় কিছু দাবী প্রশাসনের উদ্দেশ্যে রাখা হয়। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদে নদীতে ড্রেজিং করে পলি সরানো, সমস্যা সমাধানকল্পে একটি সর্বদলীয় কমিটি করা, ত্রাণ সামগ্রী বন্টনে দলবাজী বন্ধ করা, বন্যার্তদের উপযুক্ত চিকিৎসা, পানীয় জল, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রমুখ দাবীগুলি ছিল মুখ্য। ডেপুটেশনে ফুরকান সেখ, নাজমুল হক, তানজিলুর রহমান প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।
বন্ধু কর্ণার
অজিত বারিক
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা / ফোন নং-৬৭৫৫৫

রিলিফের ত্রিপল ও চাল বিক্রী হচ্ছে বন্যার্তদের মধ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রিলিফের ত্রিপল ও চাল সিপিএমের কিছু কর্মী রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের রাণীনগর অঞ্চলে বিক্রী করছে বলে অভিযোগ আনেন এস ইউ সি আই এর জেলা কমিটির সদস্যা অনুরাধা ব্যানার্জী। তিনি জানান গত ৩০ সেপ্টেম্বর ঐ অঞ্চল পরিদর্শনে গেলে কিছু লোক তাঁকে লিখিতভাবে জানান ত্রিপল পিছু ১০.০০ টাকা ও প্রতি কিলো চাল ৩.০৩ টাকায় বিক্রীর কথা।

চিকিৎসা নিয়ে ক্ষোভ (১ম পৃষ্ঠার পর)

কেউ মাথায় আঘাত পেয়ে সংজ্ঞাহীন। বন্যার পর হাসপাতালের এক্সরে ছাড়াও বিভিন্ন মেসিনপত্র অকেজো হয়ে পড়ায় রোগীদের ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে না। হাসপাতালের দোতলার বারান্দার মেঝেতে শুয়ে থাকা আহত যাত্রীরা চিকিৎসা নিয়ে পত্রিকা প্রতিনিধির কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সুতী-২ ব্লকের সামপুর গ্রামের ডান হাত কেটে বাদ দেওয়া এনামুল হক (৩৮), অরঙ্গাবাদের হাত ভেঙ্গে যাওয়া বিপুল পাল (৫৫) চিকিৎসার ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির অভিযোগ তোলেন। বাস মালিক ও হাসপাতালের দেওয়া সামান্য ওষুধ ছাড়া তাদের কোন চিকিৎসাই হচ্ছে না। ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে ডাঃ টি কে ঘোষ রোগীদের দেখে যাবার পর পরদিন বেলা দেড়টা পর্যন্ত তাঁর টিকি মেলে না। ক্ষোভের মুখে পড়ে এস ডি এম ও ডাঃ ঘোষকে হাসপাতালে আসার নির্দেশ পাঠান। আহত বাস যাত্রীদের আত্মীয়-স্বজনদের অভিযোগ—কোন ওষুধপত্র আনতে হলে বা বাইরে চিকিৎসার জন্য রোগীদের নিয়ে যাবার ব্যাপারে পরামর্শ দেবার মতো কোন ডাক্তার হাসপাতালে না পাওয়ায় উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অসুস্থরা অযথা এখানে কষ্ট পাচ্ছে। হাসপাতালের প্রায়ই ডাক্তার নার্সিং হোম না হয় প্রাইভেট প্রাকটিস নিয়ে পড়ে আছেন।

বাতের মালিক আর ভাতের মালিক (২য় পৃষ্ঠার পর)

বা—বেসক্।

হু—তোম্ হামকো বাৎসে খুসি কিয়া—হাম তোমকো বাৎসে খুসি কিয়া—লেনা দেনা ক্যা হায়।

হে দুঃখী নিরন্নের দল! তোমরা এটা জেনে রেখো যে তোমাদের ভোটও যেমন মুখের কথা ওদের স্তোক বাক্যও তেমনি মুখের কথা। তোমরাও বাক্যের দ্বারা ওদের খুসী করেছ, ওরাও বাক্যের দ্বারা তোমাদের ভুলিয়ে রাখছে। ওরা বাতের কর্তা ভাতের কর্তা নয়।

[জঙ্গিপুর সংবাদ/১৩৪৫/২৫শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা]

কালোবাজারী রুখলেন কনট্রোলার (১ম পৃষ্ঠার পর)

হওয়া মাত্র বেআইনীভাবে পুরোনো ষ্টকের সিলিন্ডার বেশী দামে বিক্রি করেন। এছাড়া সম্প্রতি নতুন গ্যাস কানেকসনের সময় প্রচুর গ্রাহকের কাছে ওভেন ইন্সপেকসনের নামে একশো টাকা নিয়েও ওভেন চেক না করেই কানেকসন দেন বেআইনীভাবে। কেউ এর প্রতিবাদ করলে উল্টাপাল্টা বোঝান বা গ্যাস কানেকসন না দেবার হুমকী দেন। অন্যদিকে বন্যা কবলিত মহকুমায় জ্বালানি সমস্যা সমাধানে কনট্রোলার শ্রীহালদার মালদা ও কলকাতা থেকে রামপুরহাট হয়ে প্রায় সাত ট্যাংক কেরোসিন তেল ডিলার মারফত বিলির ব্যবস্থা করেন। গ্রামাঞ্চলে পরিবার পিছু হাফ লিটার এবং শহরে কার্ড পিছু ২০০ গ্রাম করে কেরোসিন ছাড়া চালও দেয়া হয়। তিনি পুজোর মরশুমে চিনি দেবারও প্রতিশ্রুতি দেন।

ব্যক্তি কুৎসার রাজনীতি করি না (১ম পৃষ্ঠার পর)

মানুষ বলে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি এক ঝুড়ি দুর্নীতির নমুনা পেশ করেন। তার মধ্যে স্বজনপোষণ, বহু পদ দখল করে থাকা, এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোট করা, অর্থের নয়ছয় করা প্রভৃতি ছিল প্রধান। বক্তব্যে প্রাণবন্ধু মালকে মৃগাঙ্কর স্বজনপোষণের ঠিকাদার এবং নূপুর মুখার্জীকে মৃগাঙ্কর কেনা গোলাম বলে উল্লেখ করেন। এবারে মৃগাঙ্ক পুরপতি হোক তা তিনি না চাইলেও জেলা নেতারা তাকে তা হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে সুপার হিরো বানালেন। অন্যদিকে মৃগাঙ্ক বলেন, জেলা কমিটি গত ১ সেপ্টেম্বর গিয়াসকে কেন বহিষ্কার করা হবে না তারজন্য শোকজ করে। চিঠিতে বলা হয়, বিগত দু'বছর ধরে আপনি পার্টিতে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। মৃগাঙ্কর বিরুদ্ধে অভিযোগ যুক্তি তথ্যে প্রমাণ করতে বহু নীচে নেমেছেন, দলে উপদলের সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। মৃগাঙ্কর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। আপনি বিগত দু'বছরে বারংবার পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে তা পার্টির নীচের তলায় এমনকি সংবাদপত্রকে বলেছেন। পার্টির ভাবমূর্তি নষ্টর চেষ্টা করলেও আপনাকে সংশোধনের চেষ্টা করে নিজ দায়িত্ব পালন করার নির্দেশকেও পার্টির দুর্বলতা মনে করে তা উপেক্ষা করেন। পুরভোটে সাবোতাজ করেছেন ও কর্মী-দের উৎসাহ দিয়েছেন। গিয়াসের অভিযোগের উত্তরে মৃগাঙ্ক বলেন, রাজনীতি করি বলে আমার আত্মীয়স্বজন নিজ যোগ্যতায় কি কোন চাকরী পাবে না ? আর আমাদের পার্টিতে ব্যক্তির কোন স্থান নাই। গিয়াসকে ৯৩ সালে নিয়মানুযায়ী বিনা বেতনে ছুটি নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি করতে চাইলেও তিনি রাজী হন না। এছাড়া তিনি জেলা কমিটি ও লোকাল কমিটির সদস্য। হাসপাতাল, কলেজ, রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন, এ বি টি এ-তে জেলা ও জোনের সদস্য, লীগাল এইড কমিটি প্রভৃতি বহু স্থানে কোথাও সভাপতি, কোথাও সম্পাদক, কোথাও সদস্য, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সাংসদ প্রতিনিধি। জেলা কমিটির এক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার মতে ৯৬ সালে জয়নাল আবেদিনের পর জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে গিয়াস দলীয় প্রার্থী হতে জোনাল কমিটির কাছে তদ্বির-তদারকি করে। অনিচ্ছা সত্বেও জোনাল কমিটি জেলা কমিটির কাছে সে প্রস্তাব রাখলে তা খারিজ হয়ে যাবার পর থেকে গিয়াস মৃগাঙ্কর সঙ্গে বদমায়েশী শুরু করে।

ধুলিয়ানে আবার ভাঙ্গন (১ম পৃষ্ঠার পর)

১ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গা এ্যান্টি ইরোশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ঘটনাস্থলে পেঁছিলে ওখানকার ভুক্তভোগী মানুষ ভাঙ্গনের মুখে কোন রকম মেরামতি কাজ না করার দাবী জানান। তাঁরা প্রকৃত সময় উপযুক্তভাবে ভাঙ্গন প্রতিরোধের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন বলে জানা যায়।

জেলা ঘুরে গেলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

বলে ঘোষণার দাবী কেন্দ্রকে করায় কেন্দ্র ঐ পর্যবেক্ষক দল পাঠায়। এর আগে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্ত হেলিকপ্টারে জেলা ঘুরে ক্ষয়ক্ষতি দেখে যান।

সাগরদীঘি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাড়ী ভেঙ্গে গেছে। প্রায় ১৬,০০০ গবাদি পশু এবং ১০ জন মানুষ বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানান পঞ্চায়েতের সভাপতি আশীষ ব্যানার্জী। মাঠের ফসলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বন্যা মোকাবিলায় প্রায় ১০০টি ত্রাণ শিবিরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, পঞ্চায়েতের কর্মী ও প্রতিনিধিরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন। অন্যদিকে যতটা সম্ভব ওষুধ, বিস্কুট, দুধ, পানীয় জল নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ পুর এলাকায় আর এস এস ও ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত হিন্দু মিলন মন্দির বন্যা-ত্রাণে কাজ করে। গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুস্তম বিশ্বাস নিজের এলাকায় বন্যা না হওয়ায় বন্যা কবলিত আশপাশ এলাকায় বন্যাত্রাণে নামেন। রঘুনাথগঞ্জ-১ আই সি ডি এসের ফুড কন্ট্রাক্টর দুলাল দত্তের গুদামে জল ঢুকলেও তিনি বেশির ভাগ খাদ্যসামগ্রী বাঁচিয়ে তা দিয়ে রঘুনাথগঞ্জে প্রথম লঙ্গরখানা চালু করতে সাহায্য করেছেন বলে দাবী করেন।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ২০%

৩১-১০ ২০০০ পর্যন্ত

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

দোলগোবিন্দ আলিপাত্র সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | নবকুমার ভগত সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।